দৈনিক ইনকিলাব

136

তারিখ ... JUL 14 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গত ৫ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত "চট্টগ্রাম বাওয়া স্কুল ও কলেজে প্রভাষক নিয়োগে জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে এ স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদ। স্বাক্ষর করেছেন প্রধান শিক্ষক। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, সংবাদটি ভিত্তিহীন। এটা হলো– স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড। প্রতিবাদে প্রভাষক নিয়োগের লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা হিসেবে ৫টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– (১) নিয়োগ পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষায় পূর্ণমান ৭৫ ও মৌখিক পরীক্ষায় পূর্ণমান ২৫ হবে, (২) একই দিন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাসম্পন্ন করা হবে, (৩) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের বিষয়টি গোপন থাকবে এবং সভাপতির নিয়ন্ত্রণে থাকবে,

(১০-এর পাতায় দেখুন)

প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

(৩-এর পাতার পর)

(৪) যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে থাকবেন, তারা পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন না, (৫) নিয়োগ বোর্ডে থাকবেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম কলেজের পিন্সিপাল, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ। আরও বলা হয়, অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপত্র প্রণীত হয়। পরীক্ষা আরম্ভের ১৫ মিনিট পূর্বে ডিসি প্রশ্নপত্র এনে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। সে হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় লিখিত পরীক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। এ সময় উপস্থিত কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নামও প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয়। আরও বলা হয়, যে কোন শিক্ষক/প্রভাষক সরকারী নীতিমালার আলোকে সরকারী বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়োগও আইনানুগভাবে প্রদান করা হয়েছে অথচ কথিত সংবাদে এটাও নিয়মবহির্ভূত বলে মিথ্যা প্রচারণা করা হয়েছে। সর্বশেষে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন থেকে সংশ্লিষ্ট মহল বিরত থাকবেন।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

চট্টগ্রামের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাওয়া স্কুল একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল। স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও যার যার ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। স্কুলটিতে কলেজের অংশ বাড়ানোর পর প্রভাষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করায় ৫২৫ জন প্রার্থী আবেদন করে ১৫টি পদের জন্য। দরখাস্ত আহবান করার কয়েকদিন পর এখানে প্রভাষক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব হতে পারে– এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে কোন কোন পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন কোন পত্রিকায় আগেভাগে সংবাদও প্রকাশিত হয়। সে জন্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। বেসরকারী কলেজের প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হিসেবে দেখা যায়, প্রভাষক নিয়োগের জন্য সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের (বিষয় বিশেষজ্ঞ) দায়িত্ব দিতে হয়। তারাই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ৩ জনের প্যানেল তৈরী করে দেন। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরাই প্রশ্ন তৈরী করার নিয়ম। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ■

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ও মহসিন কলেজ থেকে আগত বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ ঐদিন পরীক্ষা না নিয়ে একযোগে চলে গেলেন কেন? পরবর্তীতে তারা না এসে অন্য শিক্ষক আসার কারণ কি? এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের কথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে (কলেজে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ এপয়নমেন্ট ছিল) তাহলে তারা বিকেলেও আসলেন না কেন? প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে মর্মে পূর্বাহ্নে খবর ছড়িয়ে পড়ার পরও জেলা প্রশাসকের ন্যায় একজন দায়িত্ববান সরকারী কর্মকর্তা ঝামেলা এড়ানোর জন্য একটি প্রতিবাদ/ব্যাখ্যা দিয়ে পরীক্ষার দিন সকালবেলা পুনরায় প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। যে কোন পরীক্ষার সময় পরীক্ষার খাতায় পরিদর্শকের স্বাক্ষরের প্রয়োজন থাকলেও এক্ষেত্রে তেমন কোন প্রয়োজন মনে হলো না কেন? এতে যে কোন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে পরে চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকে না।

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক দিয়ে লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া কি বিধিসম্মত? আরও প্রশ্ন এসেছে– চট্টগ্রাম শহরে একাধিক সরকারী কলেজ থাকা সত্ত্বেও শহরের বাইরের কলেজ থেকে অধ্যাপক নিয়ে আসা কতটুকু যুক্তিসংগত এসব শিক্ষক কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন? সার্বিকভাবে খাতা মূল্যায়নের জন্য লিখিত পরীক্ষার খাতা একজন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? বিজ্ঞাপনের সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স/মাস্টার্স আবশ্যক বলা হলেও সমাজতত্ত্ব ও ইংরেজী বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থীদের নেয়ার কারণ কি? এক্ষেত্রে কি যোগ্য প্রার্থী ছিল না? এ ছাড়াও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে তার দরখাস্ত করার যোগ্যতা ও ছিল না। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষককে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে কি? না হলে এক্ষেত্রেও এমন অনিয়ম করা হলো কেন?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়সমূহ)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা (তা ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৫) অনুযায়ী কি সকল প্রভাষক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে? না দেয়া হলে ডিসি সরকারী প্রশাসনের (জেলার) একজন প্রধান কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সরকারী আইন লংঘন করলেন কোন যুক্তিতে? সেটার ব্যাখ্যা তিনি কিভাবে দেবেন? আর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই বা এ বিষয় কিভাবে দেখছেন সেটা জনগণ জানতে চায়।